ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৮
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৬

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যক্রমঃ একটি পর্যালোচনা

মূছা শাকীল*

Activities of World Trade Organization: A Brief Analysis

Abstract

Trade regulations are one of the most widely discussed issues in the fast paced globalized world of the 21st century. In this current economic system each nation is heavily reliant on export import trade for economic progress. As such each country is interested in promulgating trade regulations which promote and preserve their national interest which may be in conflict with the interests and welfare of other nations. With this in view and to promote fair participation in trade, the World Trade Organization (WTO) works with all nations by establishing close cooperation and coordination at the international level. This article highlights the issues related to the national interests of developing nations in light of trade regulations set by WTO and also sheds light on its compatibility with Islamic Law. The article embarks upon an analytical and comparative discussion on the principles of WTO in light of Islamic Law. The article demonstrates that the principles and trade agreements of World trade organization are not in conflict with Islamic laws and would also bring about better results if the principles of WTO are reorganized according to Islamic Laws.

Keywords: Shariah; WTO; Contract; Trade Management; International Market.

সারসংক্ষেপ

একুশ শতকের সমস্যাসংকুল বিশ্বায়নে বাণিজ্যনীতি একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাণিজ্যনির্ভর অর্থ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি দেশই আমদানি-রপ্তানি নির্ভর। এ কারণে প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজ নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট

* এলএলএম (বিজনেস ল'), আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া

বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অন্য রাষ্ট্রের স্বার্থক্ষুণ্নের কারণ ঘটাতে পারে। এ লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিসরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন ও বাণিজ্যে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থার চুক্তির আলোকে অনুন্নত দেশের সুযোগ-সুবিধা এবং ইসলামী আইনের সাথে তার সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূলনীতির সাথে ইসলামী আইনের দৃষ্টিকোণের তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী আইনের মূলনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থার অঙ্গীকার বা চুক্তিসমূহের মধ্যে বৈপরীত্য নেই, বরং ইসলামী আইনকে সামনে রেখে উক্ত নীতিমালা পুনর্গঠিত হলে অধিক ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মূলশব্দ : শরীয়ত; বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা; চুক্তি; বাণিজ্য-ব্যবস্থাপনা; আন্তর্জাতিক বাজার।

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিভিন্ন শক্তিশালী বাণিজ্যিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় থেকে তাদের অর্থনীতি বিকশিত করতে ও অর্থনৈতিক নীতিমালা (codified) একীভূতকরণে আগ্রহী। এ চাহিদার আলোকেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা)[১] আসিয়ান ইত্যাদি আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব সংস্থা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি অভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠা, শুল্ক এবং আমদানি-রপ্তানির উপর পরিমাণগত বিধিনিষেধের বিলুপ্তি, বহিঃশুল্ক ও মাসুলে অভিন্ন হার চালু, তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগ, পণ্য ও পুঁজির বিনামূল্যে পরিবহণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ইত্যাদি অন্যতম।

বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থা (World Trade Organization -WTO) মূলত ১৯৪৭ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অভিন্ন নীতিমালা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রণীত শুল্ক ও বাণিজ্য বিষয়ক সাধারণ অঙ্গীকার (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) এর প্রতিস্থাপিত একটি সংস্থা। জেনেভা ভিত্তিক এ সংস্থাটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বহুপাক্ষিক-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কাজ করে, যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬৪ টি।[২] বাংলাদেশ সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

১. ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অবাধ বাণিজ্যের ভিত্তিতে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো কর্তৃক সম্পাদিত একটি বাণিজ্যিক চুক্তি, যেটি (The North American Free Trade Agreement – NAFTA) নামে সমাদৃত।

২. ২৯ জুলাই ২০১৬, অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ দেশ আফগানিস্থান, দ্র. অফিসিয়াল ওয়েবপেইজ- https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

শেষ দেখা ৮ অক্টোবর, 2016

রাষ্ট্র হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে।[৩] এই সংস্থার অধীনে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আলোচনা-পর্যালোচার ভিত্তিতে বিশ্ব বাণিজ্যিক নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ও লেনদেনে বহুপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসা ও নিস্পত্তিও এ সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্য

WTO ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে মরক্কোর বাণিজ্যিক শহর মারাকেশে অনুষ্ঠিত উরুগুয়ে রাউন্ডে অফিসিয়াল সর্বশেষ সিদ্ধান্তে সংস্থার উদ্দেশ্যাবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য অবাধ বাণিজ্য প্রবাহ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সমর্থন দেয়া অর্থাৎ বাণিজ্য স্বাধীনতায় দৃশ্যমান সব প্রতিবন্ধকতার অপসারণ। ব্যক্তি, কোম্পানি ও সরকার পর্যায়ে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক নিয়ম-নীতির ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা যে, নীতিমালায় কোনো আকস্মিক পরিবর্তন আনা হবে না। অন্যভাবে বলা যায়, এ সংস্থার উদ্দ্যশ্য হলো, একটি স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট ও স্তিতিশীল নীতিমালা উপহার দেয়া। WTO এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা হলো, বাণিজ্যিক নীতিমালা বিষয়ক আলোচনার জন্য একটি ফোরামের আয়োজন করা।

WTO প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক বিরোধ নিস্পত্তি করা। সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন সহায়ক চুক্তি ও নীতিমালার প্রায়ই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নীতিমালা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা ও বিরোধ নিস্পত্তিতে নিরপেক্ষ ও আইনগত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে WTO ভূমিকা রাখে।[৪]

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিসমূহ[৫]

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO ও ভূতপূর্ব GATT বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করেছে। সিদ্ধান্তাবলিসহ এর সংখ্যা প্রায় ৬০টি। নিম্নে চুক্তির ধরনের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চুক্তি তুলে ধরা হলো:

৩. Understanding the WTO, World Trade Organization (5th edition), 2015. আরও দ্র. অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

৪. Baghirath Lal Dash, The World Trade Orgnization : A Guide To The Framework For International Trade (London : Zed Books Ltd. 1999), P. 397.

৫. দ্র. অফিসিয়াল পেইজ – https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm (শেষ দেখা ২৩ অক্টোবর ২০১৬)

ক. পণ্য বিনিময় তথা ব্যবসা কেন্দ্রিক বহুপাক্ষিক চুক্তির মধ্যে রয়েছে:

১. ব্যবসা ও শুল্ক সংশ্লিষ্ট চুক্তি (The General Agreement on Tariffs and Trade- GATT)
২. নিরাপত্তা ভিত্তিক চুক্তি (The Agreement on Safeguards)
৩. কৃষি ভিত্তিক চুক্তি (The Agreement on Agriculture)
৪. পয়ঃনিষ্কাসন সংক্রান্ত চুক্তি (The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures)
৫. পোশাক শিল্প ভিত্তিক চুক্তি (The Agreement on Textiles and Clothing)
৬. ব্যবসায় বাণিজ্যে কারিগরী প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক চুক্তি (The Agreement on Technical Barriers to Trade)
৭. ব্যবসায়িক বিনিয়োগ পরিমাপ সংক্রান্ত চুক্তি (The Agreement on Trade-Related Investment Measures)
৮. ধারা ৬ (বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় প্রতিরোধ) এর প্রায়োগিক চুক্তি (The Agreement on Implementation of Article VI (Anti-Dumping).
৯. ধারা ৭ (শুল্ক হার নির্ধারণ) এর প্রায়োগিক চুক্তি (The Agreement on Implementation of Article VII - Custom Valuation)
১০. জাহাজীকরণ পূর্বপরিদর্শন বিষয়ক চুক্তি (The Agreement on Preshipment Inspection)
১১. মৌল বিধির উপর চুক্তি (The Agreement on Rules of Origin)
১২. আমদানীর লাইসেন্স প্রক্রিয়ার উপর চুক্তি (The Agreement on Import Licensing Procedures)
১৩. সমকারী ও ভর্তুকি ভিত্তিক চুক্তি (The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)

খ. পরিসেবামূলক ব্যবসার ক্ষেত্রে

পরিসেবামূলক ব্যবসা সংশ্লিষ্ট চুক্তি (The General Agreement on Trade in Services ("GATS")).

গ. মেধাস্বত্ব বিষয়ক

বুদ্ধিভিত্তিক সম্পত্তির স্বত্ব সংক্রান্ত ব্যবসা বিষয়ক চুক্তি (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPs"), Including Trade in Counterfeit Goods)

ঘ. বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে

বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশাসনিক বিধি প্রক্রিয়া বিষয়ক সমঝোতা চুক্তি (The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)

ঙ. অন্যান্য

- বিশ্ব অর্থনীতির কর্মকৌশল প্রণয়ন বিষয়ক বৃহত্তর সম্মেলনের সিদ্ধান্তাবলি (The Decision of Achieving Greater Coherence In Global Economic Policy-Making.)
- ব্যবসায়িক বিধি পর্যালোচনার প্রক্রিয়া (Trade Policy Review Mechanism)
- বহুপাক্ষিক ব্যবসা চুক্তি (Plurilateral Trade Agreements)
- সিভিল এয়ারক্রাফট বিষয়ক বাণিজ্যিক চুক্তি (Agreements on Trade In Civil Aircraft)
- সরকারি আয় সংক্রান্ত চুক্তি (Agreements on Government Procurement)
- আন্তর্জাতিক দুগ্ধ-চুক্তি (International Dairy Agreement)
- গবাদি পশুর মাংস-চুক্তি (International Bovine Meat Agreement)

বিশ্বের অধিকাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হওয়া এসব চুক্তি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত। এর ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনে এ মূলনীতির প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য থাকে।

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও এর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পণ্য ও সেবার উৎপাদক, আমদানি ও রপ্তানিকারকদের ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা। কেননা চুক্তিসমূহ অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর বিশ্বের অধিকাংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত হয়।

WTO এর চুক্তির কর্ম পরিসর ব্যাপকভিত্তিক যেমন, কৃষি, বস্ত্র ও পোশাক, ব্যাংকিং, টেলিযোগাযোগ, রাষ্ট্রীয় ক্রয়-বিক্রয়, শিল্প মান, খাদ্য স্যানিটেশন প্রবিধান, মেধা সম্পত্তি ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় কিছু মূলনীতি রয়েছে।[৬]

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত মূলনীতি ও এর মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যেগুলো ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

এক: আলোচনা সাপেক্ষে ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বাধীনতা

বাণিজ্যে উৎসাহিত করার অন্যতম মাধ্যম বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতাসমূহ হ্রাস করা। শুল্ক বা মাসুল, আমদানি-রপ্তানি নিষিদ্ধ বা সীমিতকরণ বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতার অন্যতম। ১৯৪৭ সালে গ্যাট সৃষ্টির পর থেকে আটবার বাণিজ্যিক পরিসর বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।[৭] বহুপাক্ষিক চুক্তির (Multilateral Trade Negotiation-MTN) প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় আমদানিকৃত পণ্যের ওপর শুল্ক (কাস্টমস) কমিয়ে আনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বিষয়ে, যার ফলস্বরূপ ১৯৮০ সালের পরবর্তী সময়ে শিল্প পণ্যের ওপর শুল্কের হার প্রায় ৬.৩ এ নেমে এসেছিল।[৮]

অর্থনীতিতে বহুপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে মুক্ত বাণিজ্য যথেষ্ট সহজতর, প্রয়োজন শুধু বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতা ও সচেতনতা। পৃথিবীর সব দেশেরই কিছু না কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ (যেমন জনশক্তি, বনজ সম্পদ, খনিজসম্পদ, শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি), যার ভিত্তিতে উক্ত রাষ্ট্র দেশীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা রাখে। মুক্ত বাণিজ্যনীতি পণ্য ও সেবার অবাধ বাণিজ্যের অনুমোদন করে, যাতে স্বল্প মূল্যে সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়।

---

৬. দ্র. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, (শেষ দেখা ৮ অক্টোবর ২০১৬).

৭. First round: Geneva Switzerland, 1947; Second round: Annecy, France 1949; third Round: Torque, England 1951; Fourth round : Geneva Switzerland, 1956; Fifth Round: The Dillon Round 1960-61; Sixth Round: The Kennedy Round 1964-67; Seventh Round: The Tokyo Round 1973-1979;Eighth Round: Uruguay Round 1986-94.

৮. Baghirath Lal Dash, The World Trade Organization: A Guide To The Framework For International Trade, Zed Books Ltd, (1999), 7 Cynthia Street London, UK, P 61.

WTO সদস্য দেশগুলোতে বাণিজ্যিক পরিবর্তনের ধারণা দেয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রতিশ্রুত কর্তব্য পালনে যৌক্তিক সময়সীমা বেঁধে দেয়।[৯]

দুই: বৈষম্য দূরীকরণ

এই মূলনীতিটি মূলত (Most- Favoured- Nation- MFN) "অধিকতর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ"[১০] এর প্রবিধান। যা কালোবাজারীর উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কমে পণ্য বিক্রি করা বা Dumping নীতিকে নিরুৎসাহিতকারী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করে নিঃশর্ত ও অবাধ বাণিজ্যের জন্য প্রণীত একটি বিধান। আইনী জটিলতা ও বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ বিধানের লক্ষ্য, রাষ্ট্রের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক ও অন্যায্য বাণিজ্য দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা। WTO এর অধিকাংশ চুক্তিরই উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতায় সমর্থন দান।[১১]

এই মূলনীতির নির্দেশনা মতে, সদস্য দেশের ব্যবসায়িক অংশীদারদের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না, সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধায় সমবণ্টন আবশ্যক। এমনকি দেশী ও বিদেশী পণ্য বা সেবার মধ্যেও বৈষম্য পরিহার করে উভয়ের মধ্যে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত।

তিন: অধিকতর প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণ

Dumping এবং Subsidization সংক্রান্ত ১৯৪৭ সালের GATT এর বিধানকে WTO আরও সম্প্রসারিত করেছে। তবে এ সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্ক, মাশুল তুলে দেয়ার পরামর্শ প্রদান করলেও ক্ষেত্রবিশেষে স্ববিরোধী রূপ ধারণ করে। কেননা এ পরিসরে পরিস্থিতির আলোকে ও সীমিত আকারে কখনো কখনো শুল্ক ও মাশুল গ্রহণের অনুমোদনও দিয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও, এটি অবাধ ও নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতার একটি বিস্তৃত প্লাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়াও এটি

৯. দেখুন অফিসিয়াল পেইজ- https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (শেষ দেখা ৮ অক্টোবর ২০১৬).

১০. অধিকতর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ এ পরিভাষাটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে বহুল প্রচলিত। এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্যিক আচরণের স্তর ও তার ধরন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। কোন দেশ অন্য দেশকে তার "অধিকতর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ" হিসেবে গ্রহণ করলে তাকে নিজের দেশের মত ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। দ্র.

১১. প্রাগুক্তও art. 2 & 17 of GATS, art. 3 &4 of TRIPs|

মেধাস্বত্ব, পরিসেবা, কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদির প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ বাজারজাতের লক্ষ্যে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করেছে।[১২]

চার: অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পূর্বানুমান

ব্যবসা-বাণিজ্যে একপক্ষীয় বিশাল ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে অন্যের সাথে চুক্তিভুক্ত হওয়া বা অঙ্গীকার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যাতে লেনদেনরত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের বাধ্যবাধকতা জন্মে। বাণিজ্যিক অঙ্গীকার মূলত ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পূর্বানুমান অর্থাৎ অঙ্গীকারকে কেন্দ্র করেই ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা সুযোগ-সুবিধার পরিষ্কার ধারণা পেয়ে থাকে। স্থিতিশীলতা ও পূর্বানুমান বিবেচনায় এনে বিনিয়োগে উৎসাহ ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বহুপাক্ষিক ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, ব্যবসায়িক পরিবেশের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ভবিষ্যত ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা। কেননা পূর্বানুমান নির্ভর দেশের বাণিজ্য নীতি যথা সম্ভব স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৩]

WTO এর ব্যবস্থাপনায় কোন দেশ পণ্য বা সেবার জন্য নিজেদের বাজার উন্মুক্ত করতে সম্মত হলে তারা বাধ্যগত প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। পণ্য সম্পর্কিত এই বাধ্যগত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে শুল্কের হার নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে কোন দেশ তাদের বাণিজ্যিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য শুধুমাত্র আপস মীমাংসার মাধ্যমে বাধ্যগত অঙ্গীকারটি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করতে পারবে। উরুগুয়ে রাউন্ডে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনার অন্যতম দিক ছিল বাধ্যগত অঙ্গীকারের অধীনে বাণিজ্যিক বাজার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান।[১৪]

পাঁচ: উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা

WTO সদস্যদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক দেশ স্বল্পউন্নত এবং অর্থনীতির বাজারে পরিবর্তনশীল বা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিবেচিত। ২০১৫ সালের WTO

১২. দ্র. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, শেষ দেখা ৮ অক্টোবর ২০১৬

১৩. দেখুন Understanding the WTO, World Trade Organization (5th edition), 2015. আরো দেখুন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm

১৪. Surendra Bhandari, WTO and Developing Countries: Diplomacy to Rules Based System (২০০২) ৬৯.

কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইন্টারনেটে প্রচারিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, তার ১৬৪টি সদস্য রাষ্ট্র থেকে শুধুমাত্র ত্রিশ শতাংশ দেশ উন্নত এবং বাকিগুলো অনুন্নত।[১৫] উরুগুয়ে রাউন্ডের অষ্টম বছরে ষাট শতাংশেরও অধিক দেশ স্বাধীনভাবেই "বাণিজ্য সহজীকরণ কর্মসূচি" (Launched in Punta del Este in Uruguay) বাস্তবায়নের সপক্ষে।[১৬] একই সময়ে পূর্ববর্তী রাউন্ডের তুলনায় উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো বেশি সক্রিয় ও প্রভাবশালী ছিল। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য মর্মে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটে।

WTO এর ব্যবস্থাপনায় স্বল্পউন্নত দেশগুলোকে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় প্রদান এবং সামগ্রিক উন্নয়নে এর সক্রিয় ভূমিকা অর্থনীতিবিদ ও বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের নিকট সমাদৃত। গ্যাট এর পূর্বেকার চুক্তিগুলোও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্যিক কল্যাণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।[১৭]

উরুগুয়ে রাউন্ড শেষে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য পালনীয় বাধ্যবাধকতাসমূহ উন্নয়নশীল দেশগুলোও নিজেদের জন্য গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু কার্যনির্বাহী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্বল্পউন্নত দেশগুলোর দরিদ্রতাকে বিবেচনায় এনে দীর্ঘমেয়াদী সুযোগ প্রদান করা হয়। যাতে সেসব রাষ্ট্র মূলনীতির আলোকে অর্পিত বাধ্যবাধকতার সাথে সময়ের সমন্বয়পূর্বক নীতিমালা বাস্তবায়নে সক্ষমতা লাভ করতে পারে। উক্ত রাউন্ডে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শিল্পোন্নত দেশগুলো স্বল্পউন্নত দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি পণ্যের দ্রুততর প্রবেশাধিকার বাস্তবায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে।[১৮]

ছয়: মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ

এই ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান বজায় রাখা। কোন কিছু আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নতুনত্ব আনয়ন, গবেষণা, নকশা,

১৫. ২০১৫ সালের রিপোর্টে অনুযায়ী ১৬৪ টি দেশের মধ্যে ৩৪ টি দেশ দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত। আরো দেখুন অফিসিয়াল পেইজ https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/dev1_e.htm (শেষ দেখা ২৬ অক্টোবর ২০১৬)।

১৬. Gray P. Sampson, The WTO and sustainable development. United Nation University press (2005) TOKYO, p 21.

১৭. Understanding the WTO, World Trade Organization (5th edition), 2015.

১৮. Baghirath Lal Dash, The World Trade Organization: A Guide To The Framework For International Trade, Zed Books Ltd, (1999), 7 Cynthia Street London, UK, P. 8.

চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, রেকর্ডিং, বই, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অনলাইন সেবার ক্রয়-বিক্রয় (তথ্য ও সৃজনশীল সংশ্লিষ্ট) পরীক্ষামূলক বিষয়াদি মেধাস্বত্বের অন্তর্ভুক্ত।[১৯] উদ্ভাবকগণকে তাদের উদ্ভাবন ও সৃষ্টিকর্মের অপব্যবহার প্রতিরোধে যথাযথ অধিকার দেয়া উচিত, যাতে মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হয়। ব্র্যান্ড নাম বা পণ্য লোগো ট্রেডমার্ক হিসেবে উদ্ভাবন পেটেন্টে নিবন্ধিতকরণও মেধাস্বত্ব আইনের আওতাভুক্ত। এই চুক্তি[২০] দ্বারা কপিরাইট, পরিসেবার বাণিজ্যিক চিহ্ন, ভৌগোলিক সুনাম, শিল্প ডিজাইন, পেটেন্ট, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এর ডিজাইন বিন্যাস (topographies)সহ ট্রেডমার্ক ও অপ্রকাশিত তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ করে।[২১]

সাত: বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা

WTO এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত (Dispute settliment Body- DSB) একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্র। এর উদ্দেশ্য সদস্য দেশগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিশ্চিত করা ও চুক্তিভুক্ত শর্তসমূহ পুনর্নিরীক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশকে অভিযুক্ত দেশ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা দান। এছাড়াও DSB চুক্তির বিধান বাস্তবায়নে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান এবং যেসব দেশ বিধি বহির্ভূত কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।[২২]

WTO এর ব্যবস্থাপনায় বিরোধ নিষ্পত্তির সম্পূর্ণ দায়ভার DSB এর উপর ন্যস্ত। এতে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী প্যানেল রয়েছে, যা আপীলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রত্যাখ্যানের বিষয় বিবেচনা করে। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে প্যানেলের একক কর্তৃত্ব বা পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে।[২৩] এটা অনস্বীকার্য যে, এ বিষয়ে WTO এর ব্যবস্থাপনা পূর্বসূরি GATT এর চেয়ে আরো শক্তিশালী, বিশ্বাসযোগ্য ও স্বয়ংক্রিয়। DSB এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর অকার্যকারিতায় পুরো WTO ব্যবস্থাপনায় ধ্বস নেমে আসতে পারে; একইভাবে তা অন্তঃসারশূন্য হিসেবেও পরিলক্ষিত হবে।

১৯. Baghirath Lal Dash, The World Trade Organization: A Guide To The Framework For International Trade, Zed Books Ltd, (1999), 7 Cynthia Street London, UK, P. 357.

২০. বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব অধিকারের চুক্তি (the agreement on trade related aspects of intellectual property rights-TRIPS) দ্বারা মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

২১. Understanding the WTO, World Trade Organization (5th edition), 2015.

২২. Baghirath Lal Dash, The World Trade Organization: A Guide To The Framework For International Trade, Zed Books Ltd, (1999), 7 Cynthia Street London, UK, P. 398.

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

এ সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গত ২০ বছরে প্রায় ৪৮৮ টি দাবি উত্থাপিত হয়েছে, এই বিশাল সংখ্যা হতে আংশিক বিরোধ মীমাংসিত হয়েছে।[২৪] WTO বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা খুব ব্যয়বহুল, একটি মামলার আপীল পর্যায়ের পরামর্শের ক্ষেত্রে আর্থিক ও মানবিক প্রস্তুতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, এতে (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) তিন বছরের একটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। নিচের সারণিতে এ বিচার প্রক্রিয়ার সময়সাপেক্ষিকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু, স্থানীয় আইনি দক্ষতার অভাবে এই ক্রমবর্ধমান জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ায় বেগ পেতে হয়, যার ফলে বিকল্প না থাকায় অনেক উন্নয়নশীল দেশকেই পেশাদার বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগ করতে হয়।

সারণি ১: DSU এর ভিত্তিতে DSB এর অধীন বিচার প্রক্রিয়ার আনুমানিক সময়সীমা।[২৫]

বিচার প্রক্রিয়ার বিভিন পর্যায়	সময়সীমা
পরামর্শ ও মধ্যস্থতায়	৬০ দিন
প্যানেল গঠন এর সদস্য নিয়োগে	৪৫ দিন
পক্ষ্গণকে প্যানেলের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদানে	৬ মাস
WTO এর সদস্যগণকে প্যানেলের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রদানে	৩ সপ্তাহ
DSB কতক প্যানেলের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণে	৬০ দিন
আপীল ব্যতীত সর্বমোট	১ বছর
আপীলের প্রতিবেদনে	৬০-৯০ দিন
DSB কতক আপীলের প্রতিবেদন গ্রহণে	৩০ দিন
আপীল সহ সর্বমোট	১ বছর ৩ মাস

উক্ত বিচার ব্যবস্থাপনার নেতিবাচক দিক[২৬]

বিগত বিরোধ নিষ্পত্তির অভিজ্ঞতা নিম্নের বিষয়াবলি নির্দেশ করে:

১। DSU তে বিশেষাধিকারমূলক বিভিন্ন বিধান এখনও পর্যন্ত কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি;

২৪. দেখুন, ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, Resolving Trade Disputes between WTO Members. বিস্তারিত দেখুন, অফিসিয়াল পেইজ- https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (শেষ দেখা ৮ অক্টোবর ২০১৬)।

২৫. See, settling Dispute, chapter-3, Understanding the WTO, World Trade Organization (5th edition)

২৬. DSU এর Article-২১ অধীনে (Special and differential Treatment- SDL) বিশেষ সুযোগ দেয়া আছে।

২। এই বিশেষাধিকারমূলক বিধান বিষয়ে কোন বাস্তবায়ন কার্যবিধি না থাকায় উন্নয়নশীল দেশ সে সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে;

৩। বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমান অংশগ্রহণ সহজতর করার জন্য বিশেষাধিকারমূলক মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমিত উন্নতি সত্ত্বেও, বিরোধ নিষ্পত্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ এখনো উন্নত দেশগুলোর সমান হওয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, WTO বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রদান করতে সক্ষম হয়নি।

WTO এর মূলনীতি ও ইসলামী আইন

WTO এর উপরোল্লিখিত মূলনীতি ও চুক্তিগুলোর ব্যাপারে ইসলামী আইনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

এক: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপে মুক্ত ব্যবসা বাণিজ্য ও অবাধে পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা কুরাইশে উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾

নিশ্চয়ই কুরাইশরা অভ্যস্ত ছিল, তারা অভ্যস্ত ছিল শীত ও গ্রীষ্ম কালীন সফরের প্রতি। অতএব, তাদের এই কাবার রবের ইবাদত করা উচিত, যিনি তাদেরকে ক্ষুধামুক্ত করে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন এবং ভীতিমুক্ত করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।[২৭]

কুরাইশরা ছিল এক ঐক্যবদ্ধ জাতি, তারা তাদের গতানুগতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শীতকালে ইয়ামেনে ও গ্রীষ্ম কালে সিরিয়ায় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে সফরে বের হতো। আরব বিশ্বের যে অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা অবাধে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা পেত তা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। সে সময় আরবে আদর্শিক ও স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যাপক পরিচিতি ও প্রচলন ছিল। কুরআনে অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি, বরং মানবতার সমৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তাকে আরও উৎসাহিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র ঐসব বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে,

২৭. আল-কুরআন, ১০৬ : ১-৪

যেখানে উৎপাদন বা পণ্যের লেনদেন মানবকল্যাণ তথা গোটা সমাজের অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক।[২৮] মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, কেবলমাত্র তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় (তা বৈধ), আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।[২৯]

তৎকালীন আরব ভূখণ্ডে বা কাছাকাছি ভৌগোলিক এলাকায় অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্যে কোন প্রকার বাধা বা বিধিনিষেধ ছিল না। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি স্বাধীনতা এবং উদারতার নীতি অনুমোদন করে, স্বয়ং মুহাম্মদ স. এই পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-জুমুআয় আল্লাহ বলেন:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অতঃপর সালাত শেষে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (অর্থাৎ জীবনোপকরণ) তালাশ করো এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।[৩০]

অর্থাৎ নামাজ শেষে জীবিকা উপার্জনের জন্য কর্মব্যস্ত হতে হবে, পাশাপাশি যাবতীয় লেনদেন, ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধিনিষেধ অনুসরণ করলে লাভবান বা সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে "আরদ" বা জমিন শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডকে বুঝায় না; বরং সারা বিশ্বকে বুঝায়।

পৃথিবীর একচতুর্থাংশ বিচরণশীল ভূমি ও বাকি তিনচতুর্থাংশ পানি তথা বিশাল বিশাল সমুদ্র। অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগ সমুদ্রনির্ভর। এই সমুদ্র সীমাতেও ব্যবসা বাণিজ্য করার ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে। সমুদ্র কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন:

২৮. উদাহরণ স্বরূপ, মদের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, বহন করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ।
২৯. আল-কুরআন, ৪ : ২৯
৩০. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

দুটি সমুদ্রের জলের বহমান দু-ধরনের, কখনো সমান হয় না, একটি মিষ্টি ও তৃষ্ণা নিবারক এবং অন্যটি লোনা, উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মাছ) আহার করে থাক, ব্যবহার্য অলংকারাদি আহরণ কর, তুমি তাতে তার বুক চিরে যানবাহন (সমুদ্রে চলমান জাহাজ) চলতে দেখ, যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।[৩১]

দুই: বৈষম্য দূরীকরণ

ব্যবসা বাণিজ্যে অংশীদারদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। কেননা ইসলাম সামগ্রিকভাবে সমাজের সর্বস্তরে আদল, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশীদার হিসেবে অন্য ধর্মে বিশ্বাসীকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে না। পাশাপাশি অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়িক কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ সৃষ্টি হলে ধর্মীয় বা জাতিগত অজুহাতে একজন মুসলিমকে ব্যবসায়িক কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বা আচরণে বৈষম্য দেখানোর অধিকার ইসলামী মূলনীতি অনুমোদন করে না। মুসলিম ব্যবসায়ীকে অমুসলিমদের সঙ্গে কৃত চুক্তি সে রূপেই সম্পাদন করতে হবে, যেভাবে একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর সাথে কৃত ওয়াদা সম্পন্ন করতে হয়। বরং ইসলামী মূলনীতি প্রতিটি চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকার নির্দেশ করে। কোন দল, মত, গোত্র, ধর্ম, জাতি, বর্ণ এ ক্ষেত্রে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। এই বিষয়টিও কুরআনের অনেক আয়াত ও রাসূল স.-এর হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾

যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিৎ অন্যের আমানত পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করা।[৩২]

একই বিষয়ে সূরা নিসাতেও বলা হয়েছে:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾

৩১. আল-কুরআন, ৩৫ : ১২
৩২. আল-কুরআন, ২ : ২৮৩

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন মানুষের মধ্যে কোন বিচার-মীমাংসা করবে তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন।[৩৩]

রাসূল স. নিজেও মুশরিক ও অমুসলিমদের সঙ্গে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁর পরিচালিত ব্যবসায়িক লেনদেনে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, ব্যবসায়ী ও পণ্যের প্রতি বৈষম্যহীন ন্যায়সঙ্গত আচরণের ওপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ক মূলনীতিসমূহ প্রণীত হয়েছে।[৩৪]

তিন: ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা

প্রচলিত WTO এর মূলনীতি বৈষম্যহীন অবাধ বাণিজ্য, সুষম ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করে; কিন্তু কখনো সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার নিশ্চয়তা দেয় না। অন্যদিকে শরীয়াহ আইনে ব্যবসায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার অনুমোদন দেয়ার পাশাপাশি একাধিপত্য ও ডাম্পিংসহ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর বিষয়ে প্রতিরোধমূলক কঠোর ব্যবস্থার বিধান আরোপ করে ।

ক. শরীয়াহ আইনে একাধিপত্যের বা একচেটিয়া নীতির নিষেধাজ্ঞা

একাধিপত্য নীতি, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক, যা শরীয়াহ আইনের সাথে সামঞ্জস্যহীন। রাসূল স. এ নীতি নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন: من احتكر فهو خاطئ -যারা পণ্য কুক্ষিগত করে রাখে, তারা সীমা লঙ্ঘনকারী।[৩৫]

খ. শরীয়া মূলনীতিতে ডাম্পিং এর নিষেধাজ্ঞা

Dumping হচ্ছে বাজার দখলের লক্ষ্যে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে অবৈধ উপায়ে পণ্যরপ্তানি, যা অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের প্রতিবন্ধক। যদিও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সরাসরি ডাম্পিং সংক্রান্ত কোন বিধিবিধান নেই, কিন্তু শরীয়াহ মূলনীতির সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী তা অবশ্যই অনৈতিক ও মানব কল্যাণের প্রতিবন্ধক। একদা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বাজার

৩৩. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮

৩৪. আবু আব্দুল্লাহ ইসমাইল আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্‌সহীহ* (রিয়াদ: বায়তুল আফকারি আদ্‌দুয়ালিয়া লিন্‌নশার, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.) কিতাবুন ফিল ইস্তিকরাজ, অনুচ্ছেদ: কর্জ করে কিছু ক্রয় করা সংক্রান্ত, পৃ. ৪৪৭, হাদীস নং- ২৩০৮

৩৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *আল-মুসনাদ আস্‌সাহীহ*, (রিয়াদ: বায়তুল আফকারি আদ্‌দুয়ালিয়া লিন্‌নাশর-১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.), কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুজারায়া, অনুচ্ছেদ: খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করে রাখা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে, পৃ. ৭৫৪, হাদীস নং- ১৬০৫

পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে কিশমিশ বিক্রয় করছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যবসায়ীকে নির্দেশ দেন, إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا "হয়তো পণ্যের দাম বাড়াও, নয়তো বাজার ত্যাগ করো।"[৩৬] এই মূলনীতি বা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কোন সাহাবী, এমনকি অদ্যাবধি কোন ইসলামী চিন্তাবিদ কোন প্রকার আপত্তি করেননি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির আওতায় ডাম্পিং নিন্দা করা হয়; কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়নি।[৩৭]

চার: অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পূর্বানুমান

শরীয়ার মুলনীতি বা বিধানের মধ্যে চুক্তি বা লিখিত দলিলের মাধ্যমে পূর্বানুমান খুবই সুচারু রূপে উল্লেখ রয়েছে। শুল্ক বা মাসুল সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি বা ঘোষণা, যেটি চুক্তি হিসেবে মর্যাদা পায় না, সেসব প্রতিশ্রুতি বা ঘোষণা শরীয়াহর আলোকে অঙ্গীকার বা চুক্তির ন্যায় সম্পাদন করার বিধান রয়েছে। ইসলামী আইনের সাথে WTO এর ব্যবস্থাপনার মূলনীতির কোন বৈপরীত্য না থাকলে তা প্রতিপালনে কোন আপত্তি নেই। তাছাড়া অঙ্গীকার পালনে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

হে ইমানদারগণ! তোমাদের সকল চুক্তি পূর্ণ করো।[৩৮]

এ ছাড়া কুরআনের অনেক আয়াতে এ নির্দেশ এসেছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অঙ্গীকার রক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক। তাছাড়া মহানবী স. স্বয়ং ব্যক্তিগত কাজকর্ম ও নসিহতের মাধ্যমেও অঙ্গীকার সংরক্ষণের গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন:

لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له

যে আমানাতদারি রক্ষা করে না, তার ঈমান নেই। আর যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার কোন ধর্ম নেই।[৩৯]

৩৬. মালিক বিন আনাস, *মুয়াত্তা মালিক* (দুবাই: মাজমুয়াতুল ফুরকান আত তিজারিয়া, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.) কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ: মজুদদারী ও দাম বৃদ্ধির অপেক্ষায় থাকা সংক্রান্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৬, ৪১৭, হাদীস নং ১৪৬৭, ১৪৬৮

৩৭. Van den Bossche, Peter (2005). The Law and Policy of the World Trade Organization. Cambridge, UK: Cambridge University Press. p. 42. ISBN 978-0-511-12392-4.

৩৮. আল-কুরআন, ৫ : ১

৩৯. মুসনাদ আহমাদ ৬ বাকি মুসনাদ আল মুখতারিন হাদিস নং: ১২১০৮

অর্থাৎ একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অঙ্গীকার রক্ষা করা।
চুক্তির পর্যায়ে নয়- এমন প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণাও ইসলামী আইনে অবশ্য পালনীয়। যেমন সূরা মুমিনূনে বলা হয়েছে:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে।[৪০]

অর্থাৎ আমানত ও অঙ্গীকারের ব্যপারে যারা সচেতন তারাই সত্যিকারের মুমিন ও সফলতা লাভ করবে। একইভাবে সূরা মা'আরিজেও বলা হয়েছে যে:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

এবং যারা আমানাত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।[৪১]

আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূল স.-এর বাণীও একই নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি বলেন:

البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

ক্রেতা-বিক্রেতা (বেচাকেনা শেষ করে) যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, ততক্ষণ তাদের (ভালোমন্দ বিচার করে বেচাকেনা বাতিল করার) ইখতিয়ার থাকে। যদি তারা সত্য কথা বলে এবং বস্তুর বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করে, তবেই এ ক্রয়বিক্রয়ে দুজনকেই কল্যাণ দান করা হয়। পক্ষান্তরে যদি তারা মিথ্যা কথা বলে এবং বস্তুর গুণাগুণ গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়বিক্রয়ের কল্যাণ নষ্ট হয়ে যায়।[৪২]

অতএব, ব্যবসা বাণিজ্যে অসদুপায় অবলম্বন করলে রহমত ও বরকত দূরীভূত হয়, বিশেষত যখন কোন মিথ্যা বা চুক্তির দ্বারা কোন ব্যবসায়িক পণ্যের তথ্য লুকানো হয়।

বিক্রয়ে প্রতারণার ব্যাপারে তিনি আরও বলেন:

من غشنا فليس منا

যারা আমাদের ধোঁকা দেয় তারা আমাদের কেউ নয়।[৪৩]

৪০. আল-কুরআন, ৩৬ : ৮
৪১. আল-কুরআন, ৭০ : ৩২
৪২. আল-বুখারী, *আল-জামি আস্সহীহ*, কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ: ব্যবসায়িক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে সত্য উন্মোচনকরণে বরকত ও মিথ্যা বলায় বরকতহীন হওয়া সংক্রান্ত, পৃ. ২৯৩, হাদীস নং- ২০৭৯
৪৩. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বিন ফজল বিন বাহরম আদ দারিমী, *সুনান আদ দারিমী* (রিয়াদ: দারুল মুগরিন লিন নাশরী আত তাউঝি', ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.) কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ: প্রতারণার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত, খ. ৩, পৃ. ১৬৬৬, হাদীস নং- ২৫৮৩

ধনাঢ্য টালবাহনাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী স. আরও স্পষ্টভাবে বলেন:

مطل الغني ظلم

ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা যুলম (চরম অন্যায়)।[৪৪]

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং অন্যান্য সকল প্রকার শঠতা শরীয়াহ মূলনীতির পরিপন্থী এবং ওয়াদা পূরণ করা অপরিহার্য। কেননা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুসলিম যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মুনাফিক থেকে পৃথক হয় এটি তার অন্যতম। এ অপরিহার্যতা আরও জোরালো হয়, যদি উক্ত প্রতিশ্রুতি কোন কিছুর সংঘটক হয় এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এর উপর ভিত্তি করে কোন কাজে প্রবেশ করেন। এ ক্ষেত্রে যদি উক্ত ওয়াদা পূরণ করা না হয়, তবে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অথচ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ইসলাম সমর্থন করেনা।[৪৫]

পাঁচ: উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে WTO চুক্তির ব্যবস্থাপনায় খাপ খাইয়ে নিতে এবং তাদের দায়িত্ব ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সীমা বৃদ্ধি করার সাথে ইসলামী আইনের কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই, বরং সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিষয়ে রাসূল স.-এর কিছু বাণী রয়েছে, যাতে দুর্বলের ঋণের পরিমাণ কমানো বা পাওনা পরিশোধে অক্ষমকে পাওনা পরিশোধ হতে নিষ্কৃতি দানে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا ؟ . قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه

তোমাদের পূববর্তী কোনো এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতারা সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোনো ভালো কাজ করেছো? লোকটি জবাব দিলো, আমি আমার কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতাম যে, তারা যেন সচ্ছল ব্যক্তিকে (যদি সে ঋণগ্রস্ত হয়) অবকাশ দেয়, (এমনকি সে অব্যাহতি চাইলেও) অব্যাহতি দেয়। রাবী হুযাইফা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এ কথা শুনে ফেরেশতারাও তাকে অব্যাহতি দিলেন।[৪৬]

৪৪. মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *আল-মুসনাদ আস্সাহীহ*, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুজারায়া, অনুচ্ছেদ: ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি প্রসঙ্গে, পৃ. ৭৩৬, হাদীস নং- ১৫৬৪
৪৫. দ্র. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, ইসলামী ব্যাংকিং এ প্রচলিত হায়ার পারচেজ: একটি শরয়ী বিশ্লেষণ", *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪৭, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৫১
৪৬. আল-বুখারী, আল-জামি আসসহীহ, কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ : অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ মওকুফ সম্বন্ধে, পৃ. ৩৯২, হাদীস নং-২০৭৭

এ মূলনীতি অসচ্ছলদের প্রতি সহযোগিতার উৎসাহ দেয়, যাতে তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। অতএব, WTO কর্তৃক অনুন্নত দেশগুলোর জন্য চুক্তির বাধ্যবাধকতা পূরণে নমনীয় আইন প্রণয়নের সাথে ইসলামী মূলনীতি একমত পোষণ করে।

ছয়: মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ

ট্রিপস (TRIPs)[৪৭] চুক্তি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের মেধাস্বত্ব সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা শরীয়াহ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা প্রশ্নে সমকালীন আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কুয়েতে ইসলামী জুরিস্টস কাউন্সিল এর পঞ্চম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, উদ্ভাবক বা স্বত্বাধীকারীদের সৃষ্টিকর্ম যথাযথ মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ অধিকারসমূহ শরিয়াহ নীতি অনুসারে সংরক্ষিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৪৮] সৌদি আরবের সর্বোচ্চ আলিমদের সংস্থায় কম্পিউটার সংক্রান্ত এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তা মূল প্রবর্তকের সম্মতি ছাড়া কপি, লেখা, বা বিক্রয় করা যাবে কিনা?। শেখ আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল জীবরীন তার জারিকৃত ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন, শরীয়ার আইন অনুযায়ী তা করা নিষিদ্ধ।[৪৯] সম্প্রতি বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার প্রকাশিত "ইসলামী আইন ও বিচার" গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলিমগণের মতামত উল্লেখ পূর্বক এ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে যে, মেধাস্বত্ব এক ধরনের সম্পদ। একজন সৃজনশীল ব্যক্তি তার মেধা ব্যয় করে এ সম্পদ অর্জন করেন। অতএব, এর মালিকানা পাওয়ার অধিকার তারই। কেননা এ জাতীয় নিরেট স্বত্ব ফিকহী পরিভাষায় ব্যবহৃত "মাল"-এর পর্যায়ভুক্ত।[৫০]

সাত: বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা

ইসলামী মূলনীতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয়ে একটি পরিষ্কার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। এ আইনে প্রথমত বিরোধ সৃষ্টির যাবতীয় উপায় উপকরণ রুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কোন কারণে বিরোধ সৃষ্টি হলে তার ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন দিক নিম্নরূপ:

৪৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সম্পাদিত ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস এর ট্রেড-সম্পর্কিত বিষয়ের উপর একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।

৪৮. see Dr. Hosam Lotfi, practical reference in Intellectual Property (inliterature and Art.), at Annex p. 701 (untrans. 999)

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. ড. মোঃ মুহসিন উদ্দীন, মুফতী মহিউদ্দীন কাসিমী, "শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ও বেচাকেনা", *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪৭, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৭-২৬

কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যায় সাক্ষ্য প্রদান বা ফায়সালা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দ্যশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কক্ষনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো, এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব অবগত।[৫১]

সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিজের বিপক্ষে হলেও তাতে স্থির থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের যদি ক্ষতিও হয় তবু। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, (এটা কখনো দেখবে না, কেননা), তাদের উভয়ের চেয়ে আল্লাহর অধিকার অনেক বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে যেয়ে রিপুর (মনের ইচ্ছার) কামনা বাসনার অনুসরণ করো না। যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কেটে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত।[৫২]

উভয় পক্ষের সমঝোতাই উত্তম পদ্ধতি হিসেবে গণ্য। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾

সন্ধি বা সমঝোতাই উত্তম।[৫৩]

শরীয়াহ আইনের দৃষ্টিতে বিচার দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করাই স্বাভাবিক অবস্থা বা সাধারণ নীতি। বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া একটি বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া বিচারকার্য বিলম্বিত করা বিচারকের জন্য অনুমোদিত নয়। পূর্বসূরি আলিমগণ, বিশেষত যারা ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থা বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা

৫১. আল-কুরআন, ৫: ৮

৫২. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

৫৩. আল-কুরআন, ৪ : ১২৮

করেছেন বা বিচারব্যবস্থার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা বিলম্বিত বিচারের ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামী আইনে দ্রুত বিচারই কাম্য।[৫৪]

রাসূল স.-এর হাদীস ও তাঁর জীবনী হতে দুই পক্ষের বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সমতার বিধান সংশ্লিষ্ট প্রচুর ঘটনা বিদ্যমান।[৫৫] সাইয়িদুনা উমার রা. বিচারপতি আবু মুসা আল-আশ'আরী রা.-এর কাছে বিচার সংক্রান্ত কিছু উপদেশ সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেছিলেন, যাতে উল্লেখ ছিল,

> وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييئس ضعيف من عدلك
>
> বিচারপ্রার্থীরা আপনার উপস্থিতিতে এবং সামনে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করবে, যাতে একটি সুবিধাভোগী বিচারপ্রার্থী আপনার সরলতা ও অসচেতনতার সুযোগে তার পক্ষে প্ররোচিত করতে না পারে, বা কোন হীন-দরিদ্র লোক যেন তার অমঙ্গলের জন্য আপনার অবিচারকে ভয় না করে।"[৫৬]

অর্থাৎ বিচার মীমাংসা হবে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে, যাতে কোন পক্ষ অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিচারকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে না পারে। একইভাবে এমন আচরণ না করা, যার ফলে বিচারপ্রার্থীরা বিচার প্রার্থনায় অনীহা পোষণ করতে পারে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি ও শরীআহ নীতির তুলনামূলক আলোচনা

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা থেকে আলোচিত সাতটি মৌলিক নীতির সাথে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী আইনের দৃশ্যমান কোন বিরোধ নেই। তবে প্রায়োগিক ক্ষেত্র ও গৌণ বিষয়ে বিরোধ থাকা অস্বাভাবিক নয়। উপরন্তু, মানব রচিত আইন হিসেবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মূলনীতিতে অপূর্ণতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত আইন হিসেবে শরীয়াহর মূলনীতির পূর্ণতা স্বীকৃত। নিম্নের সারণিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাতটি মূলনীতি ও এ সংক্রান্ত শরীয়াহ নীতির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

৫৪. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ রুহুল আমিন, "শরীয়া' আইনে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি: নীতিমালা ও শর্তাবলি", ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩৪, পৃ. ৭-২৫

৫৫. আল-বুখারী, *আল-জামি আস সহীহ*, কিতাবুল খুছুমাত, অনুচ্ছেদ: ইনসাফ ও বদলা নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে, পৃ. ৪৫২, হাদীস নং ২৪১৩

৫৬. আবু বকর আহমাদ বিন হুসাইন বিন আলী আল-বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি./ ২০০৩খ্রি.) কিতাবুস শাহাদাত, অনুচ্ছেদ: বিচারক বাদী-বিবাদির মীমাংসায় প্রতিবন্ধক হবে না, খ. ১০, পৃ. ২৫২-২৫৩, হাদীস নং ২০৫৩৭

সারণি: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি ও শরীয়াহ নীতির তুলনামূলক আলোচনা

নীতি	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা	শরীয়াহ
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	আন্তরাষ্ট্র ব্যবসায়ের অনুমোদন	রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যক্তি পর্যায়
বৈষম্য দূরীকরণ	স্থানীয় ও বহিরাগত সব ব্যবসায়ীর সমান সুযোগ দেয়া	মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করা, বহিরাগত ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা প্রদান
প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণ	প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনেক সময় স্ববিরোধী রূপ ধারণ করে	প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শরীআহ মূলনীতির অনুসরণ, একচেটিয়া নীতি ও ডাম্পিং এর নিষেধাজ্ঞা
অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পূর্বানুমান	অঙ্গীকার পরিপালন বাধ্যতামূলক হলেও সমঝোতার মাধ্যমে তা পরিবর্তন সম্ভব	অঙ্গীকার পূরণ আবশ্যক, প্রতারণা নিষিদ্ধ, বিশেষ পরিস্থিতিতে সমঝোতার মাধ্যমে অঙ্গীকার পরিবর্তন
উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা	স্বল্পউন্নত দেশগুলোর দরিদ্রতাকে বিবেচনায় এনে দীর্ঘমেয়াদী সুযোগ প্রদান	দুর্বলের ঋণের পরিমাণ কমানো বা অক্ষমকে পাওনা পরিশোধ হতে নিষ্কৃতি দান
মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ	মেধাস্বত্বের স্বীকৃতি	মেধাস্বত্ব এক ধরনের সম্পদ, যা তার মালিকের অধিকার
বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা	দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়বহুল	বিচার দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করাই স্বাভাবিক অবস্থা, সমঝোতাই কাম্য, ন্যায়বিচার আবশ্যক

উপসংহার

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, WTO চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মূলনীতি ও অঙ্গীকারসমূহ শরীয়াহ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মূলনীতির আলোকে প্রণীত বিধিবিধানও প্রয়োগ করা হচ্ছে না বিভিন্ন সমস্যার অজুহাতে, মূলত এর বিধি বিধান বাস্তবায়নে রয়েছে সদিচ্ছার অভাব। প্রণীত বিধান কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবায়ন করা উচিত। অন্যথায় পূর্ববর্তী সংস্থা GATT এর মতো WTO অকার্যকর হয়ে পড়বে। উন্নয়নশীল দেশসহ সকল সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর মূলনীতির আলোকে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপনায় বিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগে ইসলামী মূলনীতি অনুমোদন করে।